**মোছাঃ রেজিয়া খাতুন**
**স্বামী- মোঃ হেলাল উদ্দিন**
**গ্রাম-বাগবাড়ী, পোঃ শহীদ নগর**
**উপজেলা- কামারখন্দ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।**

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামের একজন দুগ্ধ খামারি রেজিয়া খাতুন (৩৫)। স্বামী হেলাল আর ২ মেয়ে সন্তান নিয়ে মোট ৪ জনের সংসার। বড় মেয়ে সপ্তম শ্রেনীতে আর ছোট মেয়ে তৃতীয় শ্রেনীতে লেখাপড়া করে। স্বামী হেলাল উত্তারাধীকারী সূত্রে পাওয়া ২বিঘা জমিতে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাড়ীতে গবাদি খামারে সারাদিনই গরুর খাবার দেয়া, গাভীদোহন করা, গোসল করানো ও গোয়ালঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজেব্যস্ত সময় কাটে রেজিয়ার। ছেলে মেয়েদের যত্ন বা লেখাপড়ার জন্য খুব একটা সময় তিনি দিতে পারেননা। কিন্তু এত পরিশ্রম করার পরেও তার খামারে কোন উন্নতিতারা দেখতে পায়না। চড়া দামে গরুর খাবার ক্রয়, চিকিৎসা ও লালন পালনের পিছনে যে খরচ আর দুধবিক্রি করে যে আয় হয় তাতে মাস শেষে কোন উদ্বৃত্ত থাকা তো দুরের কথা বরং ঘাটতিই থেকে যায়। আবার কৃষি থেকে যে ফসল আসেতা দিয়েও সারা বছর সংসারে কোন রকমে খাওয়া পড়া চললেও ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ যোগানো কঠিন হয়ে পড়ে। এক সময় তারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা গরুবিক্রি করে অন্য কোনব্যবসার সাথে যুক্ত হবে। আবার নতুন ব্যবসার পুঁজি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ব্যবসা শুরু করতেনা পেরে দুজনই খুব দুঃচিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকে।

এমতাবস্থায়,২০২২ সালের শুরুর দিকে এনডিপি বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায়"নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারউন্নয়ন" উপ-প্রকল্প রেজিয়ার এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। একজন খামারি হিসাবে সে প্রকল্পের সাথে তালিকাভুক্ত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পের মাধ্যমে গবাদি প্রানি লালন পালন ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গবাদিপালন বিষয়ক উন্নততর প্রশিক্ষণ এবং গ্লোবাল গ্যাপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহনকরে। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তার প্রচলিত পদ্ধতিতে গবাদিপালনের ধ্যান ধারনার পরিবর্তন করে সম্পুর্ন আধুনিক পদ্ধতিতে তার খামার ব্যবস্থাপনা শুরু করে। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয়নিয়মিত ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক খাওয়ানো একিভাবে প্রানীর খাবার খরচ কমিয়ে আনাযায়। সেই প্রেক্ষিতে এলএসপির সাথে যোগাযোগ করে প্রানিকেসিডিউল মোতাবেক ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক নিশ্চিত করে এবং তার ২৫ শতাংশ জমিতে ঘাসের আবাদ শুরু করে। নিজের উৎপাদিত ঘাস, ঘাস প্রক্রিয়া করে সাইলেজ ও রেডিফিড তার খামারের ৬টি প্রাণীকে খাওয়ানো শুরু করে এতে তার খাদ্য খরচ কমেযায় ফলে গরুর মাংস উৎপাদন আগের তুলনায় বহুলাংশেবৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় গাভী আগে সঠিক সময় হিটেনা আসায় পুনঃউৎপাদনের হার কম ছিল। আবার গাভীর গঠন বাজাত অনুযায়ী কাংখিতমাত্রায় দুধের উৎপাদন হতনা। এখন উন্নত কৃষি চর্চা অনুসরণ করায় নিয়মিত বকনাও গাভীহিটে আসে এবং দুধের মাত্রাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তার দুইটা গাভী থেকে প্রতিদিন ২৬ লিটার দূধ দোহন করছে। রেজিয়া তার পালের দুইটা ষাড় গরু এবার কোরবানির ঈদে ৩ লক্ষটাকায় বিক্রি করে ২০ শতাংশ মাঠের জমি ক্রয় করেছেন। এখন তার খামারে ২ টাগাভী, ২টা বাছুর ও বড় ২ টা বকনা রয়েছে যারবা জারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষটাকা। তাদের স্বপ্ন মেয়ে দুইটিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা

আরএমটিপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তার খামারে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েয়ে এবং এখান থেকেই তিনি উজ্জল ভবিষতের স্বপ্ন দেখছে।

মোছাঃ শ্যামলী খাতুন
পিতা-মৃত জহির উদ্দিন সরকার
গ্রামঃ বড়পাকুরিয়া, পোঃ বৈদ্যজামতৈল,
উপজেলা ঃ কামারখন্দ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

মোছাঃ শ্যামলী খাতুন, পিতা-মৃত জহির উদ্দিন সরকার, মাতা-মৃত সালেহা সরকার, গ্রামঃ বড়পাকুরিয়া, পোঃ বৈদ্যজামতৈল, উপজেলা ঃ কামারখন্দ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ একজন সফল জননী। তার বিবাহ হয় এক দরিদ্র পরিবারের অফিস সহায়কের সাথে। সংসার জীবনে তাদের ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে জন্ম গ্রহণ করে। তার স্বামীর সামান্য বেতনে ৪ ছেলে মেয়েকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছিল। ০৪ ছেলে মেয়ের লেখা পড়া ভরণপোষণের খরচ চালানো তার স্বামীর পক্ষে খুব কষ্ট হয়ে হতো। বাধ্য হয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। অবশেষে অনেক কষ্টে একটা সুতা নাটাই মেশিন তৈরী করে তিনি সুতার কাজ করে সংসারের কিছু খরচ চালাতে থাকেন। পরবর্তীতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কামারখন্দ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে সেলাইয়ের কাজ করতে থাকেন। এভাবে স্বামীর পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজ করে অতি কষ্টে সন্তানদের লেখাপড়া ও ভরণপোষণ চালাতেন। বর্তমানে তার ০৪ (চার) ছেলে মেয়েই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সর্বপরি তিনি একজন সফল জননী নারী। তার অদ্যম্য মনোবল থাকার কারনেই সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে। সফল জননী শ্যামলী খাতুনের সন্তানদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

১ম সন্তান (মেয়ে):
রাজিয়া সুলতানা, বর্তমানে তিনি পাঙ্গাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

২য় সন্তান (মেয়ে):
তানজিলা রহমান জনি, তিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটি এনজিও তে চাকুরী করছেন।

৩য় সন্তান (ছেলে):
রুবাইত হাসান, তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম,এ পাশ করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক শ্যামলী শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন।

৪র্থ সন্তান (মেয়ে):
তন্মী খাতুন, তিনি ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম,এ পাশ করেছেন।

আলপনা ভৌমিক
পিতা-শিবেন্দ্র নাথ ভৌমিক
গ্রাম চৌবাড়ী
পোঃ চৌবাড়ী
উপজেলা-কামারখন্দ
জেলা-সিরাজগঞ্জ

আলপনা ভৌমিক, পিতা-শিবেন্দ্র নাথ ভৌমিক, মাতা-নিয়তি ভৌমিক, কর্মস্থলের ঠিকানা: গ্রাম চৌবাড়ী, পোঃ চৌবাড়ী,উপজেলা-কামারখন্দ,জেলা-সিরাজগঞ্জ একজন সমাজ সেবক। কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত রেখেছেন। ছোট বেলা থেকে নাচ,গান, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গল্প বলা ও নাটকের সাথে জড়িত থাকায় বিভিন্ন সমাজ কল্যানমূলক কাজের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। তিনি যখন খুব ছোট হাত পা ভালো করে নাড়াতেই পারেন না তখন তার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তকে রেলস্টেশনে গান গেয়ে গেয়ে নাচ করতে বলেন। তখন তার নাচ দেখে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে যায় এবং তারা খুশি হয়ে বেশ কিছু টাকা তাকে পুরস্কার দেন। তিনি তার বাবার হাতে পুরস্কারের টাকাটা তুলে দিলে তার বাবা স্টেশনেই সেই পুরস্কারের টাকা অভাবী শিশুদের মাঝে দিয়ে দেন। সেই থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে তাকে যুক্ত করার আনন্দ আরও এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দান করে। পরবর্তীতে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পুরস্কারই এভাবে অর্জন করেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় সন্ধানীতে রক্তদান কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অধ্যায়নরত অবস্থায় মাঠকর্মে অংশ নিয়ে সচেতনতা মুলক কর্মসূচী যেমন উঠান বৈঠক, কেসস্টাডি, পথ নাটক, ত্রাণ বিতরণ, গণসংগীত, ট্রাকে উঠে প্রচারণা ইত্যাদি কাজে জড়িত ছিলেন। অধ্যয়নরত অবস্থায়ই আরবান ঢাকায় অবহেলিত পথশিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক দল গঠন করেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাঁচটি দল গঠন করেন যার প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ৩০ জন। প্রচন্ড চ্যালেঞ্জিং এই কাজটা করতে গিয়ে তাকে অনেক সামাজিক বাঁধার সম্মূখীন হতে হয়েছে। তবুও তিনি পিছু পা না হয়ে প্রতিটি দলকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছেন, যাদের অনেকেই এখন ভালো অবস্থানে আছেন।

তিনি অটিস্টিক ছেলে-মেয়েদেরকে গানের মাধ্যমে সচেতন করে তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন। যে সমস্ত অবিভাবকরা অটিস্টিক ছেলে-মেয়েদেরকে সমাজে বের করত না লোক লজ্জার ভয়ে তারা পরবর্তীতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ছেলে মেয়েকে সমাজে মাথা উচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে।

বর্তমানে চৌবাড়ী ড. সালাম- জাহানারা ডিগ্রী কলেজে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে প্রায় ২৬ বছর ধরে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক নিরোধ,নারী নির্যাতন প্রতিরোধ,মাদকাসক্তি, এসিড নিক্ষেপ, অটিস্টিক সন্তানদের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক আইন সহায়তা, স্বাবলম্বিতা, আত্মনির্ভশীলতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, দুর্যোগ মোকাবেলা, সাস্থ্য সচেতনতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর উঠান বৈঠক, গান,গল্প, আলোচনা, পথনাটক, ডিসপ্লে, জারিগান, গম্ভীরা, বির্তক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিভাবক সমাবেশ, হোম ভিজিট সহ বিভিন্ন কর্মকান্ড শিক্ষার পাশাপাশি চলমান আছে যা তার হাত দিয়ে পরিচালিত হয়।

চৌবাড়ী ড. সালাম- জাহানারা ডিগ্রী কলেজের পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত **বন্ধন একাডেমীতে** সক্রিয়ভাবে তার অংশগ্রহণ রয়েছে। যেখানে শুধু ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তিরাও যুক্ত রয়েছেন, যার ফলে অত্র এলাকায়

মাদকদ্রব্যসহ অনেক অনৈতিক কার্যকলাপ অনেকাংশেই নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল আসক্ত সমাজ থেকে ছেলে-মেয়েকে দুরে রাখতে এবং গঠনমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে উঠান বৈঠকের কর্মসূচীও চলমান আছে।

মোছাঃ লাবনী খাতুন
পিতাঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন
মাতাঃ মোছাঃ সেলিনা ইয়াছমিন
গ্রামঃ রায়দৌলতপুর, পোঃ-রায়দৌতপুর, কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ।

মোছাঃ লাবনী খাতুন গ্রামের এক হত দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মায়ের ০৩ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা বাবা দারিদ্রতার কারনে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারপর অনেক কষ্ট করে ২০০৯ সালে পাইক পাড়া মডেল হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি পাশ এবং ২০১১ সালে ইসলামিয়া সরকারী কলেজ সিরাজগঞ্জ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেন। ২০১১ সালে করতোয়া কুরিয়ার সার্ভিসে ২৫০০/= টাকা বেতনে চাকুরী নেন এবং পাশাপাশি টিউশনী করে নিজের পড়াশোনা ও ছোট বোনদের পড়া শোনার খরচ চালাতেন। ২০১২ সালে সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজে অর্থনীতিতে অনার্সে ভর্তি হন। ২০১৩ সালে গোপনে তার বাবা ৩য় বিবাহ করলে সকলের মধ্যে তা জানাজানি হয়ে গেলে পারিবারিক কলরে সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে তার বাবা তার মাকে মারধর করে তার মাকে ও তাদের তিন বোনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। তখন তারা নিরুপায় হয়ে তার নানীর বাড়ী আশ্রয় নেয়। নানীর বাড়ী থাকা অবস্থায় তার মা ও সে বিড়ি বান্ধার কাজ ও টিউশনি করে তার নিজের ও ছোট বোনদের লেখা পড়ার খরচ চালাতে থাকে। তার বাবা তাদের কোন খোঁজ-খবর নিতো না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি ২০১৫ সালে তিনি ১১০০০/-টাকা বেতনে স্পিনিং মিলে চাকুরী করে সংসার এবং বোনদের লেখা পড়ার খরচ চালাতে থাকেন। হঠাৎ ২০১৬ সালে তার চাচা এবং বাবা মিলে মিথ্যা কথা বলে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং এক বয়স্ক লোকের সাথে বিবাহ দেয়। বিবাহের পর তিনি জানতে পারেন তার স্বামী নেশাগ্রস্থ ও পরনারীতে আসক্ত। তার স্বামী নেশার টাকার জন্য প্রায়ই তাকে অত্যাচার করতো। তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২০১৮ সালে তিনি স্বামীকে ডিভোর্স দেন। এরপর তিনি একটি এনজিতে চাকুরী করেন এবং চাকুরী করা অবস্থায় আমার শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তখন এনজিওর চাকুরী বাদ দিয়ে এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভিডব্লিউবি প্রশিক্ষক এবং পরে এনডিপিতে প্রশিক্ষক পদে চাকুরী নেন। সমাজের কটু কথার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছোট বোন দুইটাকে ভালে জায়গায় পাত্রস্থ করার উদ্দেশ্যে তার বাবাকে অনুরোধ করে বাড়িতে এনে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা লোন নিয়ে স'মিলের ব্যবসা করানোর জন্য দিয়েছেন। তার বাবাও এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করছেন। বর্তমানে তিনি চাকুরী করে তার বাবা-মার সংসার চালাচ্ছেন,লোনের কিস্তি পরিশোধ করছেন, ছোট বোনদের লেখাপড়া করিয়ে ভালো জায়গায় বিবাহ দিয়েছেন। তার একক ও অদম্য প্রচেষ্টায় তার ছোট দুই বোন বাবা-মা সহ পরিবারে সকলকে নিয়ে তিনি এখন ভালো আছেন। তিনি নির্যাতিত সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস।

# জীবন বৃত্তান্ত

নাম- সায়মা সিদ্দিকা
পিতা-আব্দুর রহমান
মাতা-মোছাঃ মাজেদা
গ্রামঃ ধোপাকান্দি, পোঃ বৈদ্য জামতৈল,
থানাঃ কামারখন্দ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ ।

মোছা: সায়মা সিদ্দিকা, সহকারী শিক্ষক, চরকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২০১১ সালে প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন । এছাড়া ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে তিনি পিটিআই এ এক বছরের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন ।

মোছা: সায়মা সিদ্দিকা সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ধোপাকান্দি গ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে মো: আব্দুর রহমান ও মোছা: সাজেদা খাতুনের সংসারে ৬ষ্ঠ সন্তান হিসেবে ১৯৮৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন । তারা ছিলেন চার বোন ও তিন ভাই । তাদের পিতা ছিলেন জামতৈল ধোপাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক । তাদের পিতার সেই বেসরকারি স্কুলের বেতন ছিল যৎসামান্য । এই স্বল্প বেতনে পরিবারের ৯ সদস্যের ভরণ-পোষণ ও সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব পালন করা ছিল রীতিমতো দু:সাধ্য । এ কারনে তারা সব ভাই বোন যে যার সাধ্যমতো তার বাবাকে সহযোগীতা করতেন । দারিদ্যের কষাঘাতে জর্জরিত সংসারে তার বাবার পক্ষে একা সংসার চালানো সম্ভব না হওয়ায় তার বড় ভাই পড়াশোনার পাশাপাশি ঢাকায় একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতেন । কিন্তু ২০০৫ সালে সায়মা এইচ.এস.সি পড়াকালীন তার বড় ভাই মারা যান এবং এইচ.এস.সি পাশ করার পর ২০০৬ সালে তার বাবাও মারা যান । তার বাবা মৃত্যর পূর্বে শুধুমাত্র তার বড়বোনের বিয়ে দিতে যেতে পেরেছিলেন । তার বাকী ৫ (পাঁচ) ভাইবোনের তখনও লেখাপড়া শেষ হয় নাই । এ কারনে এইচএসসি পাশের পরপরই সায়মা চাকুরীর জন্য চেষ্টা করতে থাকেন এবং পাশাপাশি টিউশনি ও সেলাই কাজ অব্যাহত রাখেন । তিনি ২০১০ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন । চাকুরীর পাশাপাশি তিনি তার পড়াশোনাও অব্যাহত রাখেন এবং  পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগীতা করতে থাকেন । তার মেঝ ভাই এম.এ পাশ করে ২০১২ সালে পিডিবিতে সরকারী চাকুরী নেন । তার আগে তিনিও পড়াশোনার পাশাপাশি এনজিওতে চাকুরী করতেন । তার ছোট ভাই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বর্তমানে পেট্রোবাংলায় চাকুরী করছেন । বড়বোনকে বি.এ পাশ করার পরে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন । তার হাজবেন্ড ইসলামী ব্যাংকের অফিসার ছিলেন । তিনিও তাদেরকে সাধ্যমতো সহযোগীতা করেছেন । আর্থিক অনটনের কারনে তার দ্বিতীয় বোনের ২০০৭ সালে অনার্স পড়কালীন অবস্থায় বিয়ে দেওয়া হয় । ২০১৭ সালে তার ছোট বোনেরও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অনার্স পাশ করার পর বিয়ে দিয়ে দেন, তার হাজবেন্ডও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার । সকলের পড়াশোনা, বিয়ে শাদী শেষ হওয়ার পরে সায়মা সিদ্দিকা ২০২২ সালে বিয়ে করেন । পারিবারিক সমস্যার কারনে দেরী করে বিয়ে করায় কর্মস্থলসহ আশেপাশের লোকজন দ্বারা তিনি প্রচন্ড মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু নিজের লক্ষ্য

থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। বর্তমানে তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী। বহু ঘাত-প্রতিঘাত চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে সকল প্রতিকুলতা জয় করে তিনি শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন এবং সব ভাইবোনকেও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তার এই সাফল্য থেকে নি:সন্দেহে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবেন।